প্রথম আলো

তারিখ 15 MAR 2016 পৃ: ৬ কলাম ৬

মেরামতের তালিকা থেকে বিদ্যালয়ের নাম বাদ

ক্ষোভে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার ●

সাংসদের ইচ্ছায় মেরামতের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ঢাকার ধামরাই উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোয়াদ্দেস হোসেনের পছন্দের বিদ্যালয়। ক্ষোভে মোয়াদ্দেস গতকাল সোমবার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে মারধর করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘটনার পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। বৈঠক থেকে তাঁরা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে নিন্দা জানিয়েছেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩-এর আওতায় ধামরাইয়ের ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয় ওই প্রকল্প থেকে তিন লাখ টাকার বেশি বরাদ্দ পাবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এ-সংক্রান্ত পত্র পাওয়ার পর উপজেলা চেয়ারম্যান তমিজ উদ্দিনসহ ভাইস চেয়ারম্যান মোয়াদ্দেস হোসেন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সোহানা জিয়াসমিন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিজেদের পছন্দের ১৪টি বিদ্যালয়ের তালিকা জমা দেন। স্থানীয় সাংসদ এম এ মালেক অধিক গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনা করে ওই তালিকা থেকে ১০টি বিদ্যালয় নির্বাচন করে দেন। ওই তালিকা থেকে বাদ পড়ে মোয়াদ্দেস হোসেনের চারটি বিদ্যালয়। তিনি চারটি বিদ্যালয়েরই তালিকা দিয়েছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মোয়াদ্দেস হোসেন গতকাল উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দৌলতর রহমানকে মারধর করেন।

দৌলতর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, যেসব বিদ্যালয় স্বল্প মেরামতের মাধ্যমে পাঠদানের উপযোগী হবে, সাংসদ এম এ মালেক সেই বিবেচনায় ১০টি বিদ্যালয় নির্বাচন করে দেন। পরবর্তী কাজের জন্য ওই তালিকা উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। আর মোয়াদ্দেস হোসেনের পছন্দের চারটি বিদ্যালয় অতি জরাজীর্ণ হওয়ায় তিন লাখ টাকায় মেরামত করে পাঠদানের উপযোগী করা সম্ভব হবে না বলে সেগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। মোয়াদ্দেস হোসেন এ জন্য তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন।

দৌলতর রহমান বলেন, গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মোয়াদ্দেস হোসেন তাঁর কার্যালয়ে গিয়ে শিক্ষক ও কর্মচারীদের সামনে তাঁকে মারধর করেন। এ ব্যাপারে তিনি মোয়াদ্দেসের বিরুদ্ধে মামলা করবেন বলে জানান।

মোয়াদ্দেস হোসেন বলেন, 'তালিকা থেকে আমার বিদ্যালয়গুলো বাদ দেওয়ায় উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে বকাঝকা করা হয়েছে। মারধর করা হয়নি।'

প্রত্যক্ষদর্শী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম বলেন, মোয়াদ্দেস হোসেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে ঢুকে তাঁকে মারধর করেন। একপর্যায়ে তাঁরা তাঁকে (মোয়াদ্দেস) ওই কার্যালয় থেকে বের করে দেন।

ইউএনও সৈয়দ শরিফুল ইসলাম বলেন, পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে বিষয়টির তীব্র নিন্দা জানানো হয়। নির্যাতনের শিকার কর্মকর্তাকে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সাংসদ এম এ মালেক বলেন, 'গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রথম পর্যায়ে ১০টি বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকি বিদ্যালয়গুলোরও উন্নয়ন করা হবে। এ জন্য একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে সরকারি কর্মকর্তাকে মারধর করা দুঃখজনক।